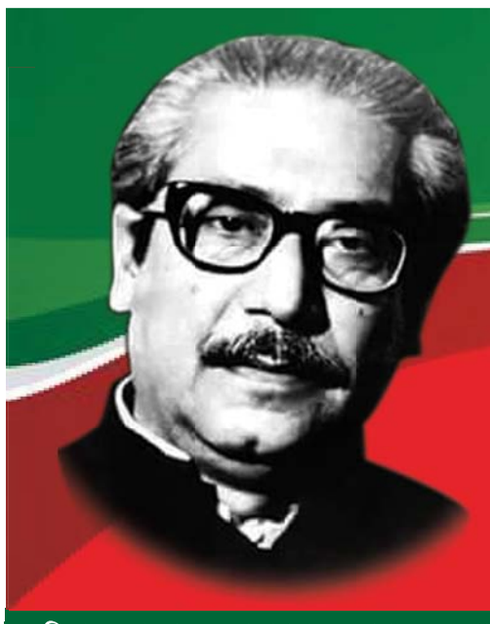

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০২২

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩ জুলাই ২০২২

■ বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ প্রকাশনা: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ■ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ■ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জনপ্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের সৃজনশীল ও গঠনমূলক কার্যক্রম উৎসাহিত করার মাধ্যমে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়নে উৎসাহিতকরণ ও সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২' প্রদান করা হচ্ছে। আমি 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২' প্রাপ্ত সকল কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জনকল্যাণে সরকার গৃহীত নীতি-কৌশল প্রণয়নে এবং সেগুলো বাস্তবায়নে দক্ষ, গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,"সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।" এজন্য সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করতে হবে। জনগণ যাতে স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত সরকারি সেবাসহ সকল ন্যায্য অধিকার পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

সরকার গৃহীত রূপকল্প-২০২১-এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছেছে, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করেছে, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর ন্যায় মেগা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সর্বোপরি সরকারের সময়োপযোগী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে করোনা অতিমারির সময়েও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত স্বাভাবিক ধারায় ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল অর্জনে জনপ্রশাসনের কর্মচারীগণ প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২১০০ সালের মধ্যে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একইসঙ্গে রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের ফলে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ঝুঁকি বিবেচনা করে আগামী দিনের নীতি-কৌশল নির্ধারণ করা হচ্ছে। জনপ্রশাসনের কর্মচারীগণের সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সেবা প্রদানের মানসিকতার উপর এ সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল। পাশাপাশি চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এর সম্ভাবনাসমূহ জনগণের কল্যাণে কাজে লাগাতে নিজেদের সক্ষমতা উন্নয়নে মনোনিবেশ করতে হবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আগামীদিনে সরকারের সকল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রতিমন্ত্রী
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০২২ উদ্‌যাপনকালে আমি সকল সরকারি কর্মচারীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি হিসাবে ২০১৬ সাল থেকে সরকারি কর্মচারীদের জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হচ্ছে। এ বছর থেকে জনপ্রশাসন পদকের নাম 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' করায় এর গুরুত্ব ও মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের কল্যাণে প্রভূত অবদান রেখে গেছেন। তাঁর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়তে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহযাত্রী হিসাবে তাঁর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন সরকারি কর্মচারীবৃন্দ। তাদের অবদান ও কাজের স্বীকৃতি প্রদানে প্রবর্তন করা হয়েছে জনপ্রশাসন পদক। জনসাধারণকে সেবাদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও কর্মচারীদের মধ্যে কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টিতে এ পদক প্রদানের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে আমরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। যোগ্যতর ব্যক্তিদের আমরা যথাস্থানে কাজ করার সুযোগ নিশ্চিত করতে চাই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী পদক্ষেপ ও দৃঢ়চেতা মনোভাবের কারণে অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে জনগণ পেয়েছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর সফল বাস্তবায়নে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। চলমান অন্যান্য প্রকল্প সম্পন্ন হলে তা আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়ক হবে। নির্ধারিত সময়ে সরকারের অভীষ্ট অর্জনে প্রয়োজন-সৃজনশীল, মেধাবী ও উদ্যমী সরকারি কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

কোভিড-১৯ ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি চাপের মুখে পড়েছে। বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশেও এর প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। সাম্প্রতিক বন্যাও দেশের মানুষ ও অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তথাপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সমস্যাসমূহ মোকাবিলায় এবং ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সাধ্যমতো কাজ করে চলেছে। দুর্যোগ মোকাবিলা করে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বের ন্যায় আগামী দিনেও সরকারি কর্মচারীবৃন্দ সরকার গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং এদেশের মানুষের কল্যাণে তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখবেন বলে আশা করি।

'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২' প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। মেধা, শ্রম ও সময় দিয়ে যারা 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২'-এর আয়োজনকে সফল করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ফরহাদ হোসেন, এমপি

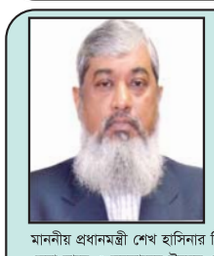

মন্ত্রীপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ কর্মপরিকল্পনা ও সুদক্ষ দিক্-নির্দেশনায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে অনন্য মর্যাদাশীল একটি দেশ। সরকারি সেবা দানে ও সরকারের উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে সুদক্ষ, সেবাধর্মী ও ন্যায়পরায়ণ সরকারি কর্মচারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সরকারি সেবার গুণগত মানোন্নয়ন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণের কাজের স্বীকৃতি প্রদানসহ সরকারি সেবা খাতের বহুমুখী তাৎপর্য অনুধাবনের সুযোগ ঘটে।

দাপ্তরিক নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক অর্থনৈতিক ও আর্থসামাজিক গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ চিহ্নিত করাসহ স্থানীয় সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীগণ জনজীবনে গুণগত পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারেন। তথ্যপ্রযুক্তির সুসংগঠিত ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এর সুফল বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে সকল সরকারি কর্মচারীকে দক্ষ, সৎ, সৃজনশীল ও ন্যায়নিষ্ঠ হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

করোনা মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নৈমিত্তিক সমস্যাদি নিরসনের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীগণের প্রচেষ্টা আজ সর্বমহলে সমাদৃত। সরকারি সেবা প্রদানে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের অবদানকে যথাযথ স্বীকৃতির মাধ্যমে সরকার টেকসই উদ্ভাবনসমূহকে অনুমোদন ও সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের জনকল্যাণকর উদ্ভাবনী কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে ২০২১ সাল পর্যন্ত 'জনপ্রশাসন পদক' প্রদান করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ সম্মাননাকে আরও মর্যাদাপূর্ণ করার লক্ষ্যে ২০২২ সাল থেকে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' প্রদানের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে সকল সরকারি কর্মচারীকে উদ্ভাবনী সেবা প্রদানে অধিকতর প্রেরণা জোগাবে।

'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' বিজয়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। উন্নত বাংলাদেশ গড়ার অভিযাত্রায় সকলে নিজের সর্বোত্তম দক্ষতা ও যোগ্যতার সমাবেশ ঘটিয়ে দেশ সেবায় নিয়োজিত হবেন, এ প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা।

(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)

সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৩ জুলাই ২০২২, 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস' এ আমি সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এ দিবসে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২২' প্রদানের আয়োজন করা হয়েছে যা সরকারি কর্মচারীদের কাজের উৎকর্ষের স্বীকৃতিস্বরূপ। এর মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণের সক্ষমতা ও উদ্ভাবনী মনোভাব প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে পরিণত হবে।

সরকারি কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে উৎসাহিত করতে ২০১৬ সাল হতে প্রতিবছর জনপ্রশাসনে অবদান রাখার জন্য ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো এবং জনসেবামুখী প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে গৃহীত এ কার্যক্রমের ফলে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে সেবার মানোন্নয়ন এবং সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জনপ্রশাসন পদকের জন্য যথাযথ অবদান ও কর্মকর্তা নির্বাচনের কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংবদ্ধ ও বস্তুনিষ্ঠ করার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা ২০১৫ (২০১৬ সালে সংশোধিত) রহিত করে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। পদকের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতির পিতার নাম সংযোজন করে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' নামকরণ হয়েছে। এ নীতিমালা প্রণয়নের ফলে পদক প্রত্যাশী বাছাই কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত হবে বলে আমি মনে করি।

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা, ২০২২ এ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন রয়েছে। পদকের ক্ষেত্র,পরিধি, সংখ্যা ও আর্থিক মূল্যমানসহ আবেদনের পদ্ধতি ও বাছাই কার্যক্রমে পরিবর্তন আনা হয়েছে। পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের টাইটেল ব্যবহারের পরিবর্তে সরকারি আনুষ্ঠানিক কর্মসূচিতে পদকের মনোগ্রাম ব্যবহারের বিধান রাখা হয়েছে। পদকপ্রাপ্তদের নাম গেজেটে প্রকাশ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পদক প্রত্যাহারের বিধানও নতুন নীতিমালায় সংযোজন করা হয়েছে। পদক নীতিমালার এ সকল পরিবর্তন পদক প্রদান কার্যক্রমে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে।

জনসেবা প্রদান পদ্ধতিতে প্রত্যাশিত পরিবর্তনের মাধ্যমে আস্থাশীল জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এ পদক প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য। জনগণকে সহজে সেবা প্রদানের কৌশল নির্ধারণ, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনসাধারণকে সম্পৃক্তকরণ, প্রজাতন্ত্রের সকল স্তরের বেসামরিক কর্মচারীর কাজের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, পেশাদারিত্বের সমন্বয় ও উন্নয়ন ঘটানো এর লক্ষ্য। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জন্য এই পদক বিশেষ মর্যাদা, সম্মান ও গর্বের প্রতীক। ফলে নাগরিক সেবা প্রদানে কর্মচারীদের মেধা, দক্ষতা ও মননশীলতার সমন্বয় ঘটাতে এ পদক গণকর্মচারীদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করছে।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাংলাদেশ হবে সমতা, সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক একটি আদর্শ দেশ। প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ হবে জনঅংশগ্রহণমূলক এবং যে যার অবস্থান থেকে জবাবদিহি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করবে। সে লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজন ভবিষ্যতমুখী ও উন্নয়নকামী একটি প্রশাসন। বর্তমান সরকার জনপ্রশাসনের কর্মচারীদের সার্থকভাবে অতীতমুখী খোলস থেকে বের করে জনস্পৃক্ত ও জনবান্ধব জনপ্রশাসন হিসেবে কাজ করতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যার মাধ্যমে দেশের নাগরিকের নিকট প্রতিভাত হয়েছে-জনগণের জন্য জনপ্রশাসন, সুশাসনের জন্য জনপ্রশাসন। এখন জনগণ ও জনপ্রশাসন অবিচ্ছিন্ন। বর্তমানে জনমুখী প্রশাসনে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জনগণের দোরগোড়ায় গিয়ে সেবা দিতে হয়। জনগণের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করায় সেবামুখী জনপ্রশাসনের কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে জনগণের অধিকার সমুন্নত হবে এবং সকলের পক্ষে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ পাওয়া সহজ হবে।

একুশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জনপ্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমান ও আগামীর বাংলাদেশের উন্নয়ন ও বৈশ্বিক অবস্থানে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে জনপ্রশাসন ইতোমধ্যে সক্ষমতা অর্জন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও দৃঢ় অবস্থানের কারণে আমাদের স্বপ্নের পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নসহ শীর্ষ ১০ মহাপ্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন সে সামর্থ্যের প্রমাণ দেয়। আমাদের দৃষ্টি এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দিকে।

আমরা জানি, বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জটিল কাঠামোতে বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থান ঠিক রাখতে জনবান্ধব জনপ্রশাসনের বিকল্প নেই। আমরা তাই এখানেই থামতে চাই না। আগামী দিনের জন্য বিশ্বমানের উপযোগী একটি সৎ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনপ্রশাসন ব্যবস্থা প্রস্তুত করতে সরকার তাই দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। সে লক্ষ্যে দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। উত্তম চর্চা অনুসরণ করে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যেতে হবে।

বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ ও ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং উন্নয়নের বিভিন্ন সেক্টরের কার্যক্রমকে বেগবান করা ও সমন্বয় সাধনে সরকারি কর্মকর্তাদের অবদান রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন এবং জাতির প্রত্যাশিত উন্নয়নে সরকারি কর্মকর্তাদের অধিকতর গতিশীল ও উদ্দীপ্ত করতে সরকার সবসময়ই উৎসাহ প্রদান করে আসছে। সরকারের এ প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন করতে হবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মেধা, সৃজনশীলতা ও দক্ষতার মাপকাঠিতে যুগোপযোগী জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে হবে।

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে নিজস্ব উদ্ভাবন, মেধা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে যারা নাগরিক সেবা প্রদান করে আজ 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২' এ ভূষিত হয়েছেন আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি রইল উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। এ পদক তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে আরও দায়িত্বশীল ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা।

কে এম আলী আজম

জনপ্রশাসনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রারম্ভকথা :

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যা আমাদের জীবনযাত্রা, কর্মপদ্ধতি, জীবনমান প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই পরিবর্তন অনেকটাই অবশ্যম্ভাবী; তবে আমরা এখনও পরিবর্তনের স্বরূপ পূর্ণাঙ্গরূপে উদ্‌ঘাটন না করতে পারলেও এ বিষয়ে অনেকটাই ঐকমত্য পোষণ করা যায় যে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনসমূহ যথাযথভাবে নিরূপণ ও এই পরিবর্তন থেকে সর্বোচ্চ উপযোগ নিশ্চিত করতে হলে সরকারি-বেসরকারি খাত, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সংগঠনসমূহ এবং সুশীল সমাজের সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ আবশ্যক। জনপ্রশাসনকে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে এবং সেই সাথে জনপ্রশাসনের সক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে হবে।

'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২২' ও জাতীয় সিভিল সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য উপাদান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (artificial intelligence) অনাগত ও বিদ্যমান জনপ্রশাসনকে কীভাবে প্রভাবিত করবে এবং এক্ষেত্রে সরকারি খাতের করণীয় সম্পর্কে কিছুটা ধারণা প্রদানের প্রয়াসই এই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য। এ যাবৎ চারটি শিল্পবিপ্লব আমরা দেখেছি। প্রথম শিল্পবিপ্লবে (অষ্টাদশ শতাব্দী) বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও তৎসৃষ্ট শক্তির ব্যবহারে শিল্প কারখানা ও উৎপাদনে গতিশীলতা আসে। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের (ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী) মূল উপজীব্য ছিল বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করা। তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের (বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে) বৈদ্যুতিক শক্তিমত্তার সফলতার সাথে তথ্যপ্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সম্মিলনে শিল্প উৎপাদন বহুলাংশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে (একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে) পূর্বতন শিল্পবিপ্লবসমূহে অর্জিত মৌলিক বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় তথ্য ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার সম্মিলন ঘটানো হয়েছে। এই সময়ে বিজ্ঞানের মৌলিক ক্ষেত্রসমূহ যথা-জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা এক অভাবনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছে আজকের বিশ্ব। এ বিপ্লব আমাদের জনপ্রশাসন ব্যবস্থাপনা, শিল্প-উৎপাদন-এসকল ক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ে গভীরতর ও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা artificial intelligence মানব সমাজকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যখন আমরা একটি মনুষ্যসৃষ্ট যন্ত্র থেকে মানুষের সক্ষমতার সমকক্ষ অথবা মানুষের সক্ষমতা থেকেও অধিকতর মাত্রায় সেবা বা উপযোগ পাওয়ার প্রত্যাশা করছি।

প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে আলোকপাতের পূর্বে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব থেকে পূর্ণাঙ্গ সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কিছু ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়। প্রথমত, প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের সময়টাতে বাংলাদেশ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণে নিষ্পেষিত হওয়ার কারণে এদেশে শিল্পবিপ্লব সহায়ক শিল্প বা প্রযুক্তিগত অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। ইংরেজ শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল এ ভূখণ্ড থেকে শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ করা এবং তা প্রক্রিয়াজাত করে তাদের শিল্পের ভিত্তি মজবুত করা । ফলে কার্যত বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম দুটি শিল্পবিপ্লবের জন্য উপযোগী কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ দীর্ঘ পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। নব্য-স্বাধীন দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হানাদার পাক বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পূর্বাহ্নে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন ভৌত অবকাঠামো, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ স্বাধীনতা-পরবর্তী সামগ্রিক উন্নয়নের গতিকে শ্লথ করে। ফলে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিক্ষা, গবেষণা এবং শিল্প অবকাঠামোর যে ক্ষেত্রসমূহ তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের ভিত্তি প্রস্তুত করবে তা দুর্বল ছিল। তৃতীয়ত, আমাদের দেশে অদ্যাবধি মৌলিক গবেষণা এবং বিশ্বমানের গবেষণা কার্যক্রম অত্যন্ত অপ্রতুল। এক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব থেকে আমাদের ইতিবাচক অর্জনের বিষয়টি যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। চতুর্থত, চলমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির কল্যাণে আবশ্যিকভাবে আমাদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অংশরূপেই অগ্রসর হতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে যে, বাংলাদেশ কি পূর্বতন শিল্পবিপ্লবসমূহের ন্যায় চতুর্থ শিল্পবিপ্লবেও ভোক্তার সারিতে অবস্থান করবে না জোগানদারের ভূমিকাতে আবির্ভূত হবে। বাংলাদেশ কি অদক্ষ ও সস্তা শ্রমনির্ভর শিল্প উৎপাদনে সময়পাত করবে না কি জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কর্মক্ষম যুবককে (১৫-৩৫ বছর) চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তিজ্ঞান প্রদান করে তাদেরকে অর্থনীতির 'game changer'এ পরিণত করবে। এ বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ ছাড়াও বাংলাদেশের সীমিত সম্পদ এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী প্রযুক্তির উচ্চমূল্য আমাদের এক অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি করতে পারে।

জনপ্রশাসনে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ :

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আমাদের জন্য অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থ ও পণ্য আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে অবাধ সুযোগ তৈরি হবে, যা স্থানীয় উৎপাদনকারীকে বৈশ্বিক অঙ্গনে ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ করে দেবে। সেন্সর-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ কৃষি, পরিবহণ ও উৎপাদন পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক সার্জন/চিকিৎসক/ফার্মাসিস্ট স্বাস্থ্যসেবাকে দারুণভাবে বদলে দিতে পারে। অটোমেটেড বাহন, হাইপারলুপ, ড্রোন পণ্য পরিবহণ, কৃষি ও যাতায়াত ব্যবস্থায় অভিনব সমাধান ও পরিবর্তন আনতে পারে। ইন্টারনেট, ব্লকচেইন, ডিজিটাল লেজার ব্যবস্থা ভবিষ্যতে সামাজিক সম্পর্ক, সরকার-নাগরিকের সম্পর্ক, জনসেবার ব্লু-প্রিন্টকে বদলে দিতে সক্ষম।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব একদিকে বিশ্বব্যাপী সরকার ও জনপ্রশাসনের জন্য যেমন বয়ে এনেছে সুসংবাদ, তেমনি এ প্রক্রিয়ায় এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা সরকারের সনাতন ধ্যান-ধারণা ও সক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সরকারের জন্য Knowledge Based Society ও Skill Based Economy এর দ্বার উন্মুক্ত করবে। যেসব দেশের জনপ্রশাসন দ্রুততম সময়ে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন ও তার প্রয়োগ করতে পারবে তারা নিঃসন্দেহে 'First Mover' হিসেবে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করবে।

অন্যদিকে যেস